পাপের শাস্তি

ইয়োব ৪:১-৫:২৭

৩ অধ্যায়ে আমরা ইয়োবকে বন্ধুদের দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করতে দেখেছি, যেখানে ইয়োব তার দুর্দশার জন্য গভীর বিলাপ করেছে। এখন, ইয়োবের বন্ধুদের পালা, ইয়োবকে উপযুক্ত উত্তর দেবার। ইয়োব ৪-২৭ অধ্যায়ে, আমরা ৩টি পর্যায়ে ইয়োবের বন্ধুদের সঙ্গে ইয়োবের উত্তর-প্রত্যুত্তর দেখতে পাই। প্রথমে ইলীফস তার বক্তব্য পেশ করে এবং ইয়োব তার উত্তর দেয়; বিল্‌দদ তার বক্তৃতা দেয় এবং ইয়োব উত্তর দেয়;এরপর সোফর তার বক্তব্য প্রকাশ করে ও ইয়োব উত্তর দেয়। দ্বিতীয়বার এই ধারাকে বজায় রেখে তাদের বক্তৃতা ও ইয়োবের উত্তরের পরিবৃত্তি ঘটে; এবং তৃতীয়বার। অবশ্য, তৃতীয় পর্যায়ে বিল্‌দদের বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সোফরের কোনও বক্তব্যই নেই।

	৩ বন্ধুদের বক্তব্য		ইয়োবের উত্তর
ইলীফস	১ম বক্তৃতা	৪-৫ অধ্যায়	৬-৭ অধ্যায়
	২য় বক্তৃতা	১৫ অধ্যায়	১৬-১৭ অধ্যায়
	৩য় বক্তৃতা	২২ অধ্যায়	২৩-২৪ অধ্যায়
বিল্‌দদ	১ম বক্তৃতা	৮ অধ্যায়	৯-১০ অধ্যায়
	২য় বক্তৃতা	১৮ অধ্যায়	১৯ অধ্যায়
	৩য় বক্তৃতা	২৫ অধ্যায়	২৬-২৭ অধ্যায়
সোফর	১ম বক্তৃতা	১১ অধ্যায়	১২-১৪ অধ্যায়
	২য় বক্তৃতা	২০ অধ্যায়	২১ অধ্যায়

এই অধ্যায়গুলিতে যে সত্য আমাদের কাছে প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা হল, ইয়োবের ৩ বন্ধু নিরাশাগ্রস্ত ইয়োবের প্রতি পরিচর্যা কার্যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা কোনও নতুন কথা নয়, আমরাও এর ভুক্তভোগী। কিন্তু তাদের এই ব্যর্থতার কারণ কেবল ইয়োবের মানসিক নিরাশার পরিস্থিতি নয়; দুঃখভোগ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণাও একইভাবে দায়ী। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই সত্য আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাব।

৩ বন্ধুর মধ্যে প্রথমে ইলীফস তার বক্তব্য জানাতে এগিয়ে এসেছে। তাদের বক্তব্য থেকে ৩ বন্ধুর মধ্যে ইলীফসকেই বয়সে সবথেকে বড় বা গভীর চিন্তার অধিকারী বলে মনে হয়। ইলীফস এতদিন তার বন্ধু ইয়োবকে পূর্ব দেশের সবথেকে মহান ব্যক্তি (১.৩) হিসাবে জানত; কিন্তু এখন সে তাকে সবথেকে দীন-দরিদ্র, নিরাশাগ্রস্ত, সবথেকে দুর্দশাগ্রস্ত এক ব্যক্তি হিসাবে দেখতে পাচ্ছে। ইয়োবের প্রতি যা ঘটেছে, ইলীফস তাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? ইয়োবের মতো সেও, স্বর্গীয় পটভূমিকায় ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে কী ঘটে চলেছে, তা জানে না। ৩ অধ্যায়ে, ইয়োবের মুখ থেকে নিজের জন্মদিনকে শাপ দেবার বিলাপ শুনে আর নীরব থাকতে পারেনি। ৪-৫ অধ্যায়ে ইলীফস ইয়োবের বিলাপের উত্তর দিয়েছে। এই উত্তরের মধ্যে ইলীফস যে সমস্ত যুক্তিকে তুলে ধরেছে, সেগুলি হল—

১। অন্যকে দেওয়া পরামর্শকে নিজের প্রতি প্রয়োগ করা (৪:২-৬)- এই অংশে ইলীফস ইয়োবের সত্য ঈশ্বর-ভক্তি ও উত্তমতাকে স্বীকার করেছে। ইলীফস স্বীকার করছে যে, ইয়োব অনেককে উপদেশ শিক্ষা দিয়েছে (৪:৩) ;অনেকের ভাঙ্গা হাঁটু সবল করেছে (৪:৪)। অর্থাৎ, সমস্যা-জর্জরিত মানুষদের সাহায্য করার জন্য ইয়োব সকলের কাছে সুপরিচিত ছিল। ৬ পদ অনুসারে, ইয়োব তাদের কাছে ঈশ্বর-ভয়শীল ও সিদ্ধ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। এতকাল অন্যদের দুঃখ-দুর্দশায় সাহায্য করে এসেছে যে ইয়োব, এখন সে নিজে দুর্দশাগ্রস্ত, যা তাকে কাতর ও বিহ্বল করেছে (৫ পদ)।

এই কথার দ্বারা ইলীফস ইয়োবকে বলতে চেয়েছে, *"এতকাল তুমি অন্যদের যে পরামর্শ দিয়েছ, যা তাদের উদ্ধার করেছে, তা এখন তুমি নিজের প্রতি প্রয়োগ কর। এখন তোমার পালা এসেছে।"* ইলীফস ইয়োবকে তার ঈশ্বর-ভয় ও সিদ্ধতাকে স্মরণ করে নিরাশার মধ্যে আশায় আত্মবিশ্বাসী হতে বলেছে (৬ পদ);কারণ, নির্দোষ ও সিদ্ধ ব্যক্তিদের ঈশ্বর রক্ষা করে থাকেন (৭ পদ)।

২। মানুষ যা বোনে, তা-ই কাটে (৭-৯)- ইয়োবের ৩ বন্ধু এবং ইয়োব নিজেও যে ধারণায় বিশ্বাসী, তা ৮ পদে ইলীফসের কথায় তুলে ধরা হয়েছে, ***"যারা অনিষ্ট-বীজ***

বপন করে, তারা তা-ই কাটে।" বাইবেল অবশ্যই এই যুক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ঈশ্বর উত্তম ও ন্যায়বিচারক হওয়ায় তিনি ধার্মিকদের পুরস্কার দেন ও দুষ্টদের বিনষ্ট করেন। গীতরচকও এই সত্য স্বীকার করে বলেছেন, *"সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন, কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হবে"* (গীত ১:৬)। গীত ৩৪:১২-১৬ পদকে উদ্ধৃত করে পিতরও তার পত্রে লিখেছেন, *"কারণ ধার্মিকদের প্রতি প্রভুর চোখ আছে; তাদের বিনতির প্রতি তাঁর কান আছে; কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল"* (১পিতর ৩:১২)। আমাদের প্রভু নিজে বলেছেন, *"তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাণ করা যাবে"* (মার্ক ৪:২৪)। পৌলও একই কথা বলেছেন, *"তোমরা ভ্রান্ত হোয়ো না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কারণ মানুষ যা কিছু বোনে, তা-ই কাটে"* (গালা ৬.৭)।

"মানুষ যা বোনে, তা-ই কাটে," একথা সত্য হলেও, এর বিপরীত ক্রম কিন্তু সত্য নয়। অর্থাৎ, *"যা কিছু আমরা কাটি, তা সবই আমাদের বোনার ফল"* একথা সত্য নয়। ইয়োব ১ ও ২ অধ্যায় থেকে আমরা দেখেছি যে, একথা ইয়োবের প্রতি কোনও ভাবেই সত্য নয়। কিন্তু ইলীফসের পরিষ্কার যুক্তি হল, ইয়োবের বর্তমান পরিস্থিতির কারণ ইয়োবের ব্যক্তিগত কোনও বিশেষ গোপন পাপ। ইয়োব যদি তা স্বীকার করে, তাহলে, এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার সম্ভব।

এখানে কী ঘটে চলেছে, তা সঠিক ্যঅর্থে, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ঈশ্বর উত্তম ও সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের পক্ষে সর্বোত্তম বিষয় কী, তা জানেন। আমরা আরও জানি ও বিশ্বাস করি ্যযে তিনি ন্যায়ে পৃথিবীর বিচার করেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে আমরা সর্বদা আমাদের পক্ষে সর্বোত্তম বিষয় কী, তা জানি না;বা ঈশ্বর কীভাবে পৃথিবীর উপর রাজত্ব করে চলেছেন, তা-ও উপলব্ধি করতে পারি না। আবার, বাস্তবে আমরা এমন এমন ঘটনার সম্মুখীন হই, যা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহকে জন্ম দেয়। আমরাও গীতরচকের ন্যায় চিৎকার করে বলি, *"যখন দুষ্টদের কল্যাণ দেখেছিলাম, তখন গর্বিতদের প্রতি ঈর্ষা করেছিলাম"* (গীত ৭৩:৩)। আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, **"আমরা যা বুনি, তা-ই কাটি,"** কিন্তু **"আমরা যা কাটি, তা সর্বদা আমাদের বোনার ফল নয়।"** তাই, ইয়োবের প্রতি ইলীফসের দোষারোপ ঠিক নয়।

ইলীফস যা উপরে উপরে দেখেছে, তা দিয়ে ঈশ্বরের কাজকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। সে জানে না যে, ঈশ্বর সর্বদা আমাদের আশানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য নন। ঈশ্বর সার্বভৌম, তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করে চলেছেন। মানুষ আমাদের পক্ষে তাঁর সমস্ত কাজের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাই, আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরের অনেক কাজকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি না; কিন্তু যখন আমরা অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সমস্ত ঘটনা দেখি, তখনই তা অল্প অল্প করে উপলব্ধি করতে পারি (গীত ৭৩:১৭)। ইলীফস কেবল জাগতিক প্রেক্ষাপটই দেখেছে, স্বর্গীয় প্রেক্ষাপট কী তা সে জানে না; তাই সে কারণ ও ফলের *(cause and effect)* যুক্তিকে ভিত্তি করে ইয়োবের দুর্দশার জন্য ইয়োবের ব্যক্তিগত পাপকেই নির্দেশ করেছে।

আজকের দিনেও বিভিন্ন মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যে ইলীফসের এই একই চিন্তা অন্য আকারে বর্তমান। তারা কেবল ধার্মিকতা ও ধনের প্রতি তাদের দৃষ্টি দেয়; কিন্তু পাপ বা দুর্দশা থেকে তাদের চোখকে দূরে সরিয়ে রাখে। তারা বলে থাকে, ঈশ্বর যেহেতু ধার্মিকদের আশীর্বাদ করেন, জাগতিক প্রাচুর্য হল ঈশ্বরের আশীর্বাদের বাহ্যিক চিহ্ন; তাই, আমাদের উচিৎ, তার চেষ্টা করা। এর ফলস্বরূপ, বিশ্বাসীরা ঈশ্বর-ভক্তি বা ধার্মিকতা অন্বেষণের পথ ত্যাগ করে জাগতিক প্রাচুর্য লাভের পথকেই বেশি মূল্য দেয়। কারণ, তার দ্বারাই ঈশ্বরের আশীর্বাদের উপস্থিতির পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব। তাদের কাছে জাগতিক প্রাচুর্য হল উত্তম জীবনের সাক্ষ্য; এবং দরিদ্রতা পাপের ফল। তাই, দুঃখ-দুর্দশাকে মোকাবিলা করার একমাত্র উপায় হল নিজের শক্তি বা কর্মদক্ষতাকে কেন্দ্রীভূত করা।

৩। স্বর্গীয় প্রকাশের উল্লেখ (১২-২১)-ইলীফস নিজের যুক্তির যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য অস্বাভাবিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছে। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতায়

ইলীফস স্বপ্ন ও দর্শনের দ্বারা ঈশ্বরের পথ জেনেছে বলে দাবি করেছে। ইলীফস তা ***গোপনে কানে কথা পৌঁছানোর দ্বারা*** (১২), ***রাতে স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা গভীর নিদ্রায়*** (১৩) লাভ করার কথা বলেছে। এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করার কারণ হল, ইয়োবকে তার পাপের দায় স্বীকার করতে বাধ্য করা। ১৭ পদে এই দর্শনের মূল বিষয়বস্তুর কথা বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বর থেকে মানুষ কি ধার্মিক হতে পারে? নিজের নির্মাতা থেকে মানুষ কি শুচি হতে পারে? ঈশ্বরের পবিত্রতার সামনে দূতেরাও দোষীকৃত হয়"*** (১৮ পদ)। তাই, ইয়োবের উচিৎ পবিত্র ঈশ্বরের সামনে নিজের পাপ স্বীকার করা।

তাই, ৩ অধ্যায়ে ইয়োব যে বিলাপ করেছে, তার কোনও মূল্য নেই। ইয়োবের ডাকে কেউই সাড়া দেবে না (৫:১)। পরিবর্তে ইয়োবের উচিৎ মানুষ হিসাবে নিজের সবজনীন পাপময়তাকে স্বীকার করা। এই সময় ইলীফস একদিকে ***মানুষের নিকৃষ্টতাকে*** (৫:২-৮), **ঈশ্বরের উত্তমতার** (৯-১৬) সঙ্গে তুলনা করেছে। মানুষের নিকৃষ্টতার কথা বলতে গিয়ে ইলীফস এমন কথা বলেছে, ***"আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেমন উপরে ওঠে, তেমনি মানুষ বিপত্তির জন্য জন্মে"*** (৭ পদ)। তাই, ইয়োবের উচিৎ তার প্রতি যা ঘটেছে, তার যথার্ততা স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে দয়া ভিক্ষা করা। ইলীফস বলছে, সে যদি ইয়োবের জায়গায় হত; তাহলে, ***"আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করতাম, নিজের নিবেদন ঈশ্বরে সমর্পণ করতাম"*** (৮ পদ)।

কারণ, ঈশ্বর মঙ্গলময়। ইলীফস ঈশ্বরের উত্তমতার প্রশংসা করে বলেছে, ***"তিনি নীচ লোকদের উচ্চ করেন, শোকার্তেরা ত্রাণ দ্বারা উন্নত হয় . . . পরাক্রমীদের হাত থেকে দরিদ্রকে নিস্তার করেন"*** (১১, ১৫)। অর্থাৎ, ঈশ্বরের নিখুঁত ন্যায় বিচারের সামনে ইয়োবের উচিৎ নিজের দোষ স্বীকার করা।

৪। ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন, তিনি তাকে শাসনও করেন (৫:২২-২৭)- এরপর, ইলীফস ইয়োবকে শিক্ষা দিয়েছে, ইয়োব যেন জীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে সঠিক মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করে। ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন, তিনি তাকে শাসনও করেন- এই যুক্তির কথা ইলীফস উল্লেখ করেছে। কখনও কখনও একথা অবশ্যই সত্য। ইব্রীয় ১২:৫-১১ পদে লেখক পরিষ্কার ভাবে একথা বর্ণনা করেছেন। ইলীফসও ইব্রীয় পুস্তকের লেখকের ন্যায় বলেছেন, ***"ধন্য সেই ব্যক্তি, যাকে ঈশ্বর অনুযোগ করেন, . . . কারণ তিনি ক্ষত করেন, তিনি বাঁধিয়া দেন; তিনি আঘাত করেন, তাঁরই হাত সুস্থ করে"*** (৫.১৭-১৮)। কিন্তু একথা বলার উদ্দেশ্য, ইয়োব যদি নিজের পাপ স্বীকার করে, তাহলে সে সমস্ত সুখ আবার ফিরে পাবে— সন্তান-সন্ততি, শস্য, সম্পূর্ণ আয়ু ইত্যাদি (২৪-২৭ পদ)।

এই সমস্ত কথার মধ্যে, ইলীফস ঈশ্বরের কেবল এক দিকের উল্লেখ করেছে — ঈশ্বর ন্যায় বিচারক, তিনি ধার্মিকদের রক্ষা করেন। কিন্তু ঈশ্বরে অন্য দিকের কথা ইলীফস উল্লেখ করেনি — তিনি কখনও কখনও কেবল দুষ্টদের থেকে নয়, এমন কি ধার্মিকদের কাছ থেকেও মুখ সরিয়ে নেন। কখনও কখনও ধার্মিকরাও দুঃখভোগ করে থাকে, যে কথা ইয়োবের ক্ষেত্রে সত্য — একথা ইলীফস একবারও উল্লেখ করেনি। এর দ্বারা ইলীফস ইয়োবকে সান্ত্বনা দেবার নাম করে, শয়তানের মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। কারণ, ঈশ্বর-ভক্তি তথা ধার্মিকতার দ্বারা ঈশ্বরের কাছ থেকে উপকার আদায় করতে ইলীফস ইয়োবকে প্রলোভিত করেছে। ঈশ্বরকে ঈশ্বর হিসাবে গৌরব দেওয়া নয়, নিজের ব্যক্তিগত লাভের কারণে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে ইলীফস ইয়োবকে প্রলোভিত করছে। এখন, ইয়োব যদি ইলীফসের কথা শুনত, তাহলে ইয়োব শয়তানের মিথ্যাকেই (১:৯) সত্য প্রমাণিত করত। আমরা বিশ্বাসীরা দুঃখভোগকে কি কেবল পাপের প্রতিফল হিসাবে চিন্তা করি? ইয়োবের পুস্তক আমাদের দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন উপলব্ধি করি যে, পাপ বিশ্বাসীর দুঃখভোগের একমাত্র কারণ নয়।